দাঙ্গার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

মহল্লায় মহল্লায় দাঙ্গাবিরোধী গণআন্দোলন গড়ুন

কলকাতার বুকে আবার দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গা বেধেছে মুর্শিদাবাদে পাকিস্থানের ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে আর নেতারা অমনি ব্যস্ত হয়ে কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন, রেডিওতে বক্তৃতা দিয়েছেন—জন সাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন জনসাধারণ যেন দাঙ্গা না করে। ভাবটা এই জনসাধারণই যেন স্বেচ্ছায় দাঙ্গা করেছে। নিরীহ সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এতবড় একটা কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন। নতুন করে দাঙ্গা বাধার জন্যে সত্যিকারের দায়িত্ব কার তা আজ জানতে হবে সাধারণ মানুষকে। কারণ এর আগে দাঙ্গার বিষময় ফলভোগ করেছে ও ভবিষ্যতে করবে জনসাধারণ—নেতারা নয়। এই দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক বা যাই হোক না কেন তাই হচ্ছে জনসাধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু—তাই ভাল করে জানতে হবে দাঙ্গা বাধাচ্ছে কে।

আজ দাঙ্গাকে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করলে শুধু ছোট করে দেখা হবে তা নয় বাস্তব অবস্থার বিচারে ভুল হবে। কাজেই ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাল করে বিচার করতে হবে। ধনবাদী রাষ্ট্রের নিজস্ব অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্যে যখন সাধারণ মানুষকে সে আর খেতে দিতে পারে না, কাপড় দিতে পারে না, পারে না বেকার সমস্যা ঘোচাতে, খাদ্যের দাম কমাতে—এক কথায় সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাবার কোন উপায়ই ধনবাদী রাষ্ট্র করতে পারে না, তখনই মেহনতী মানুষের চোখে মোহের ঘোর কেটে যায়। অসন্তোষ গুমে গুমে জলতে থাকে তাদের মনে। অত্যাচার আর শোষণ যখন বেড়ে চলে মেহনতী জনতা তখন দল বাঁধে, লড়ায়ের শপথ নেয়। শক্তি সঞ্চয় করে দেশের ভুখা চাষী মজুর। বাঁচার সেই প্রাণপণ লড়ায়ে চাষী মজুর ভাইদের কাছে নিজেদের পরিচয় কে কোন প্রদেশের লোক বা কে কোন ধর্মের মানুষ তা নয়—তাদের একমাত্র পরিচয়—তারা চাষী তারা মজুর। তাদের লড়ায়ের উদ্দেশ্য—একটা সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন চাই। তাদের একমাত্র শত্রু—রোক্তচোষা দুষমন ধনিক শ্রেণী আর তাদের শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা, অথচ ধনিক শ্রেণী জানে শ্রমিকের এই চেতনা যত বাড়বে নিজেদের মৃত্যুর দিন তত ঘনিয়ে আসবে। তাই তার শোষণকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে, চাষী মজুরকে এই একাত্মবোধ থেকে এই শ্রেণীগত স্বার্থের চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আর তা সম্ভব যদি শ্রমিক ভায়েদের ব্যস্ত রাখা যায় নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করিয়ে।

আজ একচেটিয়া পুঁজির দিনে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ততটুকু ক্ষমতা নেই যে মেহনতী মানুষের অন্তত একটা অভাব মেটায়। বেকার সমস্যা মেটানো ত দূরের কথা এক ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ৫৫ হাজার ছাঁটায়ের পরিকল্পনা করছে। এ হিসাব রেলের ৫০ হাজারের হিসাব ছাড়া এছাড়া প্রাদেশিক সরকার আছে, আছে ব্যক্তিগন সম্পত্তি বড় বড় শিল্পগুলো। সেখানেও ছাঁটাই হচ্ছে রোজ। বস্ত্র সমস্যা ত মেটানো পরের কথা, এক আমেদাবাদেই প্রায় ১২টা মিল বন্ধ হয়েছে। পাকিস্তানের অবস্থা এর চেয়ে একচুলও ভাল নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সেখানে কি পরিমান ঘাটতি হয়েছে দেশ ভাগের পর তা নীচে দেওয়া হল।

দ্রব্য	বাৎসরিক প্রয়োজন	ঘাটতির শতকরা হিসাবে
মিলের কাপড় (১৫০০ গজের গাঁইট)	৭৫০০০০০	৯৯·৩
কয়লা (টন হিসাবে)	৩৫০০,০০০	৯১·৪
ইস্পাত ও লোহা	৩, ১৬,০০০	৯২·৯
চিনি (টন হিসাবে)	২, ৪৫, ০০০	৮৯·৯
কেরোসিন (গ্যালন হিসাবে)	২৮,০০,০০০	৯৯·৪
মিলের সুতা (৪০০ পাউণ্ড গাঁইট)	১,০৪,০০০	৯১·৩

কাজেই এই অবস্থায় যদি বেশী দিন চলে তো মেহনতী মানুষের চেতনাকে ঢাকা দিয়ে রাখা যাবে না; লোহার মত শক্ত তার একতাকে ভাঙ্গা যাবে না। কাজেই সময়ে সময়ে তাকে নিজেদের মধ্যে লেলিয়ে দিয়ে জমানো শক্তিটাকে নষ্ট করে দিতে হয়। তাই বাধিয়ে দিতে হয় চাষীর বিরুদ্ধে চাষীকে, শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিককে লেলিয়ে দিতে হয়। এ কায়দা ঝানু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ করে গেছে। যখনই সে দেখেছে শোষিত জনসাধারণকে আর ঠেকানো যাবে না, অমনি সে দাঙ্গা বাধিয়েছে, প্রাদেশিকতার লাঠালাঠি বাধিয়ে দিয়েছে আর আজ অসন্তুষ্ট জঙ্গী জনতার লড়ায়ের মুখ ভোঁতা করবার জন্যে গুরু ইংরেজের পথে চলেছে ভারত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা। তাই পাকিস্তান রেডিওতে অপপ্রচার শুনি কোলকাতায় মুসলমান নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ভারতবর্ষের তথাকথিত অসম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো অমনি প্রচার করতে থাকেন পাকিস্তানে

(৮মপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক · সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | বৃহস্পতিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৬ | মূল্য—দুই আনা

জয়নগর মজিলপুরে হিন্দু-মুসলমান-গনের মিলিত বিরাট শান্তিসভা

ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া শোষিত জনসাধারণের একতা গড়িয়া তুলিতে আহ্বান

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার জয়নগর মিত্র গঞ্জে প্রায় হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণদাবীর প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভার প্রারম্ভে প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েসনের স্থানীয় শাখা গণসঙ্গীত গাহিবার পর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ছাত্র ব্যুরোর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড নীরেন্দু ব্যানার্জী শান্তির তাৎপর্য্যকে, কাহারা আজিকার দিনে শান্তি ভঙ্গ করিতেছে, কি করিয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে হইবে—তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াদেন। তাহার বক্তৃতার পর কমরেড জিয়াদ আলি বক্সা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামী প্রতিরোধের জন্য গণ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান দেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক, কমরেড অপরেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতার পুজিবাদী বংগ্রেসী ও লীগ সরকার ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য কিরূপে ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহার পরিচয় দেন এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরতরে দূর করা যে পুজিবাদকে খতম না করিলে করা যাইবে না তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বিশিষ্ট কিষাণ নেতা ও কিষাণ সভার সহঃ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী বলেন যে, পৃথিবীতে দুইটি জাতি আছে—গরীব আর ধনী। যে হেতু শোষিত শ্রেণী শোষকের তুলনায় অনেক বেশী ও শক্তিশালী তাই শোষক শ্রেণী মেহনতী মানুষকে একতাবদ্ধ হইতে না দিবার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইয়া দেয় তাহাদের কায়েমা স্বার্থ বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে। অতঃপর তিনি দাঙ্গা প্ররোচকদিগকে সাবধান করিয়া দেন যে, যদি কেহ অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে তাহাকে প্রগতিশীল যুব সম্প্রদায় উচিত মত শিক্ষা দিবে। সর্ব্বশেষে সভাপতির অভিভাষণের পর সভাশেষ হয়। কয়েকজন হিন্দু মহাসভা পন্থী সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রেণী সমন্বয় নয়, শ্রেণী সংগ্রামের

"Total ownership of all the means of production and distribution once advocated in most early socialist doctrines, does not come within the modern socialist concept"; অতীতে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার যৌথ অধিকার ও কর্তৃত্ব, আজ সেই সংজ্ঞা ধারণা অচল হয়ে গিয়েছে—এই কথা বলেছেন গ্রেটবৃটেনের শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার এটলির ভূতপূর্ব্ব পরামর্শদাতা, ফ্রান্সিস উইলিয়ামস্ তাঁর 'Triple Change" বইতে। এই সব শ্রমিক অভিজাতদের মতে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায়—"Stabilised and regulated capitalism," সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা-শীকার বন্ধ হবে না বরং "It is to encourage private industry to help itself, relying in the profit motive to provide the necessary stimulus," (Socialism— The British way by Labour M. P, John Diamond) তাকে উৎসাহই দেওয়া হবে আর পথও তাই শ্রেণী সংগ্রামের নয় শ্রেণী সমন্বয়ের। সমাজ-তন্ত্র এঁদের কাছে "not the uprising of a class" কোন শ্রেণীর অভ্যুত্থান নয়, "but social unity and growth towards organic wholeness," সামাজিক ঐক্যের প্রসার এবং সমাজ দেহের সামগ্রিক বিকাশ; শোষক মালিক আর শোষিত শ্রমজীবি শ্রেণীর ঐক্য ও সমন্বয় কায়েম করাই এঁদের লক্ষ্য। উপায়ও তাই "Socialism by permission" মালিক মহাজনদের অনুমতিক্রমেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এইসব তথাকথিত নামধারী সমাজতন্ত্রী, যারা বর্ত্তমান যুগে সোস্যাল ডিমোক্র্যাট বা 'গণতন্ত্রী সমাজবাদী' বলে কুখ্যাত এবং পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগে সোস্যাল ফ্যাসিষ্ট বলে প্রমানিত তাদের ভালকরে চিনে নেওয়ার দরকার আছে। যেহেতু ধনতন্ত্র এদের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকতে চাইছে সংগ্রামী জনতার চোখে ধুলো দিয়ে। কমরেড লেনিন এদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—"Internally decaying liberalism tries to survive in the form of Socialist opportunism; objectively they are a political detachment of the bourgeoisie।"

এই সব সুবিধাবাদীরা মার্কসবাদকে সুবিধাবাদে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা হল এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে ইতিহাসের প্রকৃত চালক শক্তি। এই শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যে দিয়ে অবশেষে ধনিক শ্রেণীর পরাজয় ও বিপ্লবী শ্রেণীর জয়লাভের মারফৎই সমাজে-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একথা ভাল ভাবে জানা সত্ত্বেও এই সব সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমগ্র প্রগতিবাদী সামাজিক শক্তি, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অর্থাৎ মার্কসবাদীরা যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলে তার যুক্তিযুক্ত পরিসমাপ্তি, সর্বহারার একনায়কত্বে রূপ দেবার চেষ্টা করে সেখানে এই সব ধনিক শ্রেণীর দালালরা শ্রেণী সংগ্রামের পথত্যাগ করে শ্রেণী সমন্বয়ের কথা বলে ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

মার্কসের আগেও বুর্জোয়া চিন্তানায়করা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা স্বীকার করতেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই কথা প্রচার করতেন যে, এই শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণী সংগ্রাম চিরন্তন; যবে থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে তবে থেকেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দিয়েছে এবং যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তাদের মধ্যেবিরোধও থাকবে। এ হচ্ছে প্রকৃতির বিধান সুতরাং এই বিরোধকে স্বীকার করে নিয়ে তার যথাসাধ্য মিটমাট করার চেষ্টায় উপদেশ তাঁরা দিতেন। মার্কসই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সমাজে শ্রেণী বিভাগ চিরন্তন নয় বরং সামাজিক উৎপাদন শক্তি যখন ইতিহাসের গতির তালে বিশেষ এক অবস্থায় আসে এবং উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখনই সমাজে জন্ম নেয় বিভিন্ন শ্রেণী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সামাজিক অগ্রগতির ধারা; সমাজকে শ্রেণীহীন অবস্থায় নিয়ে যাবার পথ।

শ্রমিক শ্রেণীর হাতে অবিসম্বাদী নেতৃত্ব—শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসবাদের এই হল ভিত্তি; অথচ বিশ্বাসঘাতক সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা মার্কসের এই বিপ্লবী চিন্তধারা বিসর্জন দিয়ে মার্কসবাদকে প্রাণহীন dogmaয় পরিণত করেছে এবং তার মধ্যে ধনিক শ্রেণীর গ্রহণ-যোগ্য চিন্তাধারা ভেজাল দিয়ে ও সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনকে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত করে তার চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস জীবিতা-বস্থায় সর্ব্বরকম সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করে গিয়েছেন; সুবিধা-বাদের বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামকে কমরেড লেনিন আরও এগিয়ে নিয়ে যান। সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা "জনগণ" এই কথাটা খুব বেশী ব্যবহার করে; উদ্দেশ্য এই কথাটার আড়ালে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের কথাটা চাপা দেওয়া। জনসাধারণ সবাই এক, রাষ্ট্র হচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর উর্দ্ধে এক সংগঠন এই সব বুকনি দিয়ে তারা চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করতে। মার্কসও এঙ্গেলস প্রমাণ করেছেন রাষ্ট্র কখনও সমস্ত শ্রেণীর উর্দ্ধে অবস্থিত হতে পারে না এবং তাঁরা আরও বলেন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা হস্তগত করলে বিভিন্ন শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখবার বা তাদের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার চেষ্টার বদলে দৃঢ়ভাবে সমস্ত শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণীলোপেরই চেষ্টা করবে।

দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করে তা আসলে শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে শ্রমিক শ্রেণীকে ধনিক শ্রেণীর লেজুড় হিসাবে বেঁধে দেবার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এরা বলে পুঁজিবাদের সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিলিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং নির্বাচনে জয়-লাভ তাকে কার্য্যকরী করার উপায়। অথচ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ সেখানে বলে অবিরাম শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং বিপ্লবের মারফৎ রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিক-শ্রেণীকর্তৃক করায়ত্ত করার কথা সেইখানে এই সব সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা প্রচার করে—শান্তিপূর্ণভাবে আইন সভার নির্বা-চনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতন্ত্রী সমাজে পরিণত করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে এরা মার্কসবাদের দোহাই পেড়ে বলে "He (Marx) was of opinion that in England and America a peaceful revolution was possible ie. by democratic means" (The Dictatorship of the Proletariat—Kautsky)। অথচ মার্কস ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে এই মত যখন প্রচার করেন তখন একচেটে পুঁজিবাদ জন্ম নেয়নি, পুঁজিবাদের পেছনে তার সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশবাহিনী, তার আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয় নি যখন পুঁজি তার তৎকালীন প্রয়োজনেই শান্তি ও স্বাধীনতার সমর্থক ছিল ১৮৭০ সালের সময়। আজ পুঁজির সে চরিত্র নেই, আজ সে "armed capital", সশস্ত্র পুঁজি। সুতরাং অতীতের সেই মত অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আজ আর চলতে পারে না। শুধু তাই নয় মার্কস নিজেও পরে এ মত পরিবর্ত্তন করেছেন। "Communist Manifesto"তে যে সংশোধন তিনি আনেন তাতে তিনি স্বীকার করেছেন "the working class cannot simply lay hold of the readymade state machinery and wield it for its own purpose।" পরিষদ দখল করে পবিত্র গণতন্ত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় না, সমাজতন্ত্র আনতে হলে চাই ধনিকশ্রেণীর সৈন্য, তার আইন কানুন, তার পার্লামেণ্টরীয় শাসন পদ্ধতি এক-কথায় তার পরভোজী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ।

একথা সকলেই জানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেই শাসন ক্ষমতা বজায় রাখে। আর পরিষদ প্রভৃতি তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-গুলির কাজই হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর এক-নায়কত্বকে শোষিত জনসাধারণের ওপর ধরে রাখা। তাই এমন ধরণের আইন কানুন ও বাধা নিষেধ আরোপিত হয়ে থাকে যাতে করে কোন প্রকৃত বিপ্লবীদল ভোটের মারফৎ আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ

ধনিক শ্রেণীর দালালরাই

পথেই শোষিত জনতার মুক্তি মিলবে

হতেই পারে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় খুব গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনেও ধনিক শ্রেণীর হাতে এমন অসংখ্য অস্ত্র আছে যার জোরে ধনিক শ্রেণী নির্ব্বাচকের ওপর চাপ দিয়ে জনসাধারণকে ঠকাতে পারে। সত্যই যতদিন শ্রমিককে মজুরীর দাসত্ব করতে হচ্ছে, যতক্ষণ শোষকরা তাদের শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখছে, যতক্ষণ উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বর্ত্তমান থাকবে ততক্ষণ 'আইনভায় ভোটের জোরে বিপ্লবী দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে এই আশা বাতুলতা। কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের সমর্থনে তার অগ্রণী অংশ যখন শোষকের ক্ষমতা চূর্ণ করে জনসাধারণকে অর্থনৈতিক, ও সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে তখনই জনসাধারণকে ব্যাপক ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষিত করা সম্ভব। তখনই কেবল মাত্র দলে দলে জনতা তার প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। ধণিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত শোষণ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও সমাজতন্ত্র আনা যায় না। কারণ যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় বিপ্লবী দল ভোটের জোরে পরিষদ দখল করতে পারে তাহলে ধনিক শ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে দেবে না। ধণিকশ্রেণীর স্বার্থে রচিত আইন কানুন অক্ষত, ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পুষ্ট ও রক্ষিত আমলতন্ত্রকে স্বপদে বহাল এবং ধনিক শ্রেণীর ভাড়াটে সৈন্যদল ও পুলিশ বাহিনীর হাতে অস্ত্র রেখে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র আনার চেষ্টা করলে—অতদূর যাবার দরকার নেই ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এই রকম কোন আইন প্রনয়ণ করতে গেলে, ধণিকশ্রেণী লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে তা সহ্য করে যাবে প্রতিবিপ্লব ঘটাবে না একথা পাগল কিংবা পুজিপতিদের দালালরাই ভাবতে পারে। তখন এই সব নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা প্রতি বিপ্লব ঘটান যে বেআইনি তা স্মরণ করিয়ে দিলেও কোন ফল হবে না, প্রতিষ্ঠিত হবে নগ্ন ফ্যাসিবাদ। এ সব বিষয় ইতিহাসে প্রমাণের অভাব নেই।

তারপর প্রশ্ন ওঠে ক্ষমতা দখল করার পর সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করার দরকার কি? শোষিত শ্রেণী যখন সংখ্যা গরিষ্ঠ তখন গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসন করলেই হয়? পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ রূপান্তরের সময়টা একটা বিশেষ যুগ। ক্ষমতাচ্যুত হবার আগে শোষকরা কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে; তাই, প্রথম পরাজয়ের পর তারা আগের চেয়ে হাজার গুণ উৎসাহে ফিরিয়ে আনতে চায় তাদের হারাণ ক্ষমতা, যে 'ছোট লোকদের' দলকে, তারা কুকুর বিড়ালের সমতুল্য মনে করত না তারই রাজ্য শাসন করছে এই দেখে তাদের প্রতিহিংসা হাজার গুণ জলে উঠে। তারা সর্ব্ব রকমে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে আর তাদের হারাণ রাজ্য ফিরিয়ে আনতে, এদের পেছনে চলে ক্ষুদে মালিকরা। বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য "to hold down its adversaries" (Engels), তার প্রতিপক্ষকে উৎখাত করা, হৃতশক্তি জমিদারও ধনিক শ্রেণীর বাধাকে ধূলিস্যাৎ করা; শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা আনার জন্য জনসাধারণকে সর্ব্বহারার নেতৃত্বে সংগঠিত করা। তাই ধনিক শ্রেণীর প্রতিবিপ্লব ঘটাবার সুযোগ দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয় জনসাধারণের মনে নতুন শৃঙ্খলা বোধ জাগানো, পুরাণ সংস্কার থেকে মুক্ত করে যৌথ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা, অতীত অভ্যাসকে ত্যাগ করিয়ে নতুন চরিত্র গড়ে তোলার দরকার, রাতারাতি এসব হয় না। এই জন্যই কমরেড লেনিন বলেছেন—"The dictatorship of the proletariat is a most determined and ruthless war waged by the new class against a more powerful enemy, the bourgeoisie, whose resistance is increased tenfold by its overthrow (even if in one Country) and whose power lies not only in the strength of international Capital in the strength and durability of the international connections of the bourgeoisie but also in the force of habit in the strength of small production. For unfortunately small production is still very wide spread in the world, and small porduction engenders capitalism and the bourgeoisie continuously, daily, hourly, spontaneously and on a mass scale" আর কে বলল সর্ব্বহারার একনায়কত্বে গণতন্ত্র নেই? বর্ত্তমানে যে গণতন্ত্র চালু আছে তার চেয়ে হাজার গুণে বেশী গণতন্ত্র সেখানে চালু। ধনিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলতে কার্য্যতঃ বোঝায় শতকরা ১ জনের জন্য গণতন্ত্র আর শতকরা ৯৯ জনকে শোষণ। সর্ব্বহারার একনায়কত্বে এইটা যায় উল্টে—তখন হয় শতকরা ৯৯ জনের গণতন্ত্র আর শতকরা ১ জনকে সমাজবিরোধী কাজ করতে না দেওয়া। যাঁরা এক নায়কত্বের আমলে গণতন্ত্র বাঁচে না এই কথা ভাবেন তাঁদের এইটুকু বোঝা দরকার গণতন্ত্র হলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি, আর রাষ্ট্র হল শ্রেণী প্রভুত্ব বজায় রাখার অস্ত্র। সুতরাং গণতন্ত্রও শ্রেণী গণতন্ত্র না হয়ে পারে না। বর্ত্তমানেও যা প্রচলিত তাহল বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ ঐ আগের শতকরা একজনের গণতন্ত্র যাকে বলে ধনিক শ্রেণীর একনায়কত্ব।

রাষ্ট্রযন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না করে কখনও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে মেহনতকারী কৃষককে টেনে আনা যায় না। এ কথা ভুলে বুখারিণ "Capitalist will peacefully grow into socialism" (The path to socialism) এই মত প্রকাশ করে যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন সেই ভুলই অনেকে নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিষয় করেছেন। তারা নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে multi calass state বলে ব্যাখা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই multi class state এর অধীনে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে তাও বলেছেন (এম. এন. রায় ও সোস্যালিষ্ট পার্টি)। এ সব কথা বলার অর্থ শ্রেণী সংগ্রামের চিন্তা বিসর্জ্জন দেওয়া। এ কথা সকলেরই জানা এই সব দেশের বড় বড় শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কাজে ধনিক শ্রেণী কি প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল, মাঝারী শিল্পকে জাতীয়করণ করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে এবং মালিকপক্ষকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে হয়েছে। আর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যেত। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উপযুক্ত অবস্থায়ই সৃষ্টি হত না।

নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিক শ্রেণীকে কোন কোন সর্ত্তে কাজ করার সুবিধা দেওয়ায় দুই ধরণের বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে। একদল বলতে আরম্ভ করেছেন—"গেল গেল সব গেল, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে চলল। আমরা গোড়াতেই বলেছিলাম নয়াতন্ত্র হোল শ্রেণী নমন্বয়ের পথ। সুতরাং পুঁজিবাদ যে ফিরে আসতে বাধ্য তা আমরা জানতামই।" এই সব ছক কাটা পথে চলা মার্কসিষ্টরা ভুলে যান লেনিনের আমলে New Economic policy যুগেও ধনিককে এই ধরণের কিছু সর্ত্তে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। "Of course in our Soviet Republic the social order is based on the collaboration of two classes; the workers and peasants, in which the Nepman ie the bourgeoi. are now permitted to participate on certain terms" (Seleeted works Vol IX, page 386) এ কথার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যখ্যা হচ্ছে পুঁজিবা ফিরিয়ে আনা নয়, পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তি এখনই বিনা খেসারতে দখল করে নেওয়া হল না এবং তাদের কয়েকট সর্ত্তে কাজ করতে দেবার সুযোগ দেওয়া, এই সর্ত্তের প্রথম হচ্ছে তারা রাষ্ট্রে আইন কানুন ব্যবস্থা মেনে চলবে। আ নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এর driv হচ্ছে পুঁজিবাদকে উৎখাত ক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত কর সুতরাং কোন ক্রমেই পুঁজিবাদ উঠতে পারে না বরং ক্রমশঃ আ বাধা নিষেধের ফলে তার অবলু ঘটবে।

দ্বিতীয়তঃ যে বিচ্যুতি লক্ষ্য যায় তাহল বুখারিন মার্কা দক্ষি বিচ্যুতি—ধনিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণভা তন্ত্রে উপনীত হবে। অথচ মা লেনিনবাদের শিক্ষা হল এই যে, বাদের থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে এ পরে শ্রেণী সংগ্রাম আরও তীব্র নিতে বাধ্য।..."difficult and stul *class struggle* which *after* overthrow of the power of *after* the destruction

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রেণী সমন্বয়ের কথা বলে

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

মার্কিন কৃষক শ্রেণীর দৈন্যদশা

এন: নিকোলায়েফ

আমেরিকায় চাষীদের দৈন্যদশা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেরেক কার্টুন তার "This is America" বইখানিতে লিখেছেন যে আমেরিকায় আপনি যদি কৃষক হতেন আপনার আয় গোটা বছরে প্রায় ৬০০ ডলার, আর যদি ক্ষেতমজুর হতেন তাহলে রুজভেল্টেরই ভাষায় আপনি এমন গরীব হতেন যে আপনাকে ইউরোপের সব চেয়ে গরীব চাষীর সঙ্গে তুলনা করা যেত। ভাগচাষী হলে সারা বছরে বড়জোর ৩৮ থেকে ৯০ পর্য্যন্ত ডলার আয় হবে। সুতরাং এই আয় নিয়ে কি করে আপনার এবং আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের চলত? মার্কিণ অর্থনীতিবিদদের হিসাব মত বছরে অন্ততঃ সাড়ে তিন হাজার ডলার আয় না হলে ৪ জন লোকবিশিষ্ট পরিবারের দিন গুজরান হতে পারে না।

সরকারী হিসাবে আরো দেখা যায় যে মোট চাষীর শতকরা ৫০ জন বাজারে যা কৃষিজাত পণ্য ছাড়া হয় তার ১০ ভাগের এক ভাগ উৎপন্ন করে। কাজে-কাজেই সাধারণ আয়ের তারা পায় মাত্র ১/৫ ভাগ। চাষীদের মধ্যে শতকরা [illegible] ভাগেরও বেশী সব সময়েই অভাবগ্রস্ত। আমেরিকার তিন কোটি গ্রামবাসীর মধ্যে দুই কোটিরও বেশী [illegible] নিম্নতম জীবিকাও আয় করে [illegible]।

আস[illegible] অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ আমেরিকায় শিল্পোৎপাদন দিন দিন কমছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে মোট শিল্পোৎপাদন যুদ্ধকালের উৎপাদনের মাত্র শতকরা ৬২ দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৮ সালের [illegible] চেয়ে শতকরা ১৮ ভাগ। বহু কলকারখানায় তালা বন্ধ, দলে দলে শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে। [illegible]বার সামর্থ দিন দিন কমে [illegible] দেশীয় বাজার ছোট হয়ে কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে। "Wall Street Journal" লিখিয়াছে যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আসলে অবস্থা কিন্তু আরও অনেক খারাপ। "নিউইয়র্ক টাইম্‌সের" খবরে প্রকাশ যে মিড্‌ল্‌ওয়েষ্টের চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুধজাত পণ্য সমেত) ১৩ ভাগ কমে গিয়েছে।

চাষীদের সমস্ত পণ্য একচ্ছত্র ব্যবসায়ী কোম্পানীরা কিনে নেয়, সেজন্য চাষীদের দুরবস্থা এত। দাম যা দেয় তা নগণ্য। Californea Lands Incorporated কোম্পানীর কাছে ৭৯৮টি খামার বাঁধা আছে যার এলাকা হোল ১০ লক্ষ একরেরও বেশী এবং ধানের পরিমাণ ৪ কোটি তিন লক্ষ ডলার। এই ধরণের কোম্পানীগুলোই চাষীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। চাষীরা জলের দরে পণ্য বিকোতে বাধ্য কিন্তু শিল্পজাত জিনিষ তাদের কিনতে হয় আগুণের দরে। ফলে ঋণ করতে করতে শেষে তারা সর্বস্বান্ত হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী চাষীদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৯০ কোটি ডলার। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীদের জমি বাংকের হাতে চলে যায়। এইভাবে তারা জমির মালিক থেকে জমির প্রজা হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালে এই প্রজারাই ছিল শতকরা ৩৯ জন এবং বর্ত্তমান ৫০ জনেরও বেশী। আর যাদের জমি ভাড়া নেবার ক্ষমতাটুকুও নেই তারা ক্ষেত মজুর হিসাবে এ ক্ষেতে ও ক্ষেতে কাজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়। প্রতি বছর এই ভাবে ২০ লক্ষ পর্যন্ত ভবঘুরে চাষী পরিবার আমেরিকার একদিক থেকে আর একদিকে পরিভ্রমণ করে।

ক্যালিফোর্ণিয়া, টেক্সাস, কলোরাডো, ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, ফ্লোরিডা ইত্যাদি অঞ্চলে চাষীদের সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটতে হয়। ছোট ছোট টিনের কুঠরী বা গোলার মধ্যে এক একটিতে অন্ততঃ

দুই জগৎ, দুই ব্যবস্থা। একদিকে ধণতান্ত্রিক জগৎ, নেতা তার আমেরিকা; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির, বন্ধু তার সোভিয়েট ইউনিয়ন। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্থ না হয়েও বরং কোটি কোটি ডলার লুটেও আমেরিকা তার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সমাধান দূরের কথা অত্যুৎপাদন সংকটের ধাক্কায় মার্কিন অর্থনীতি আজ কাঁপছে। ফলে চারিদিকে—কি শিল্পে কি কৃষিতে সর্ব্বত্রই উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং তার চিরসাথী বেকার সমস্যা, দুঃখ দৈন্য, অনাহার সাধারণ শ্রমজীবি মানুষকে গ্রাস করছে। অন্যদিকে উৎপাদন যেখানে জনসাধারণের জন্য সেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে যুদ্ধে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রত্যেক বিষয়ে। উৎপাদন প্রাকযুদ্ধ অবস্থাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে; জনতার জীবন যাত্রার মানও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। "মার্কিন কৃষকের দৈন্যদশা" ও "সোভিয়েত কৃষির উন্নতি" এই দুইটি প্রবন্ধ পাশাপাশি পড়লে বুঝতে একটুকু অসুবিধা হবে না—নিরন্ন ভারতবাসীরা কেন সমাজতন্ত্র চায় আর পণ্ডিতজীর দলবল কেন বা মার্কিন মুল্লুক ও লণ্ডনে ঘন ঘন পাড়ি মারেন।

—সম্পাদক, গণদাবী

সোভিয়েতে কৃষির উন্নতি

কে; তোকারেফ

আজ থেকে ২০ বছর আগে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে সোভিয়েতের চাষীরা যৌথকৃষির পথে পা দিয়েছিল। যৌথ কৃষি সোভিয়েতের কৃষিজগতে এক মৌলিক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে তাকে সমাজতন্ত্রী রূপ দিয়ে, যার ফলে আজ সোভিয়েৎ কৃষিতে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, চাষীর পরিশ্রম ভাঙ্গিয়ে অন্য লোক লাভবান হতে পারে না। জমি যৌথখামারের ব্যবহারের জন্য বরাবরের জন্যই দেওয়া হয়েছে। সে জমি জনগণের সম্পত্তি এবং তার ওপর সকলের যৌথ মালিকানা। সমাজতন্ত্রী নিয়ম অনুসারে চাষীরা কাজ করে এবং পারিশ্রমিক পায়। সে নীতি হোল "প্রত্যেকে সাধ্যমত খাটবে, কাজের গুণ ও মান অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।"

সোভিয়েতের মত এত বড় কৃষি ব্যবস্থা জগতে কোথাও নেই। সোভিয়েতে প্রায় আড়াই লক্ষ যৌথ খামার এবং ১০ হাজার সরকারী খামার আছে। একটি যৌথ খামারের গড়ে আয়তন হোল ১৩০০ হেক্টেয়ার (১ হেঃ=প্রায় আড়াই একর), সরকারী খামারের হোল গড়ে ৩১০০ হেক্টেয়ার। এত বড় খামারের দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই।

সোভিয়েতের মত কোন দেশেই চাষবাসে এতখানি যন্ত্র ব্যবহার হয় না। সোভিয়েত শিল্প যোগাচ্ছে কাতারে কাতারে চাষের যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, কম্বাইন ইত্যাদি। এজন্য বহু মেসিন ট্রাক্টর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দেশে প্রায় ৮ হাজার মেসিন ট্রাক্টর কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলি কণ্ট্রাক্ট করে খামারের জমি চাষ করে এবং শতকরা ৯২ জমি চাষ করে তারাই। যন্ত্রের কল্যাণে চাষীর কাজ অনেকখানি হাল্কা হয়ে গিয়েছে। আমেরিকায় কেবলমাত্র পয়সাওয়ালা খামারগুলির এক তৃতীয়াংশ যন্ত্র ব্যবহার করে। সাধারণ চাষীর যন্ত্র ব্যবহারের সামর্থ নেই।

সোভিয়েতের মত পৃথিবীর কোন দেশে এতখানি আধুনিক প্রগতিশীল কৃষি নেই। তিন লক্ষেরও বেশী কৃষিবিৎ জরীপকার, পশুপালন বিশেষজ্ঞ দেশময় কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষালাভের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার ফলে যৌথ চাষীদের মধ্য থেকেই ৮ লক্ষ ট্রাকটার ব্রিগেড নেতা বেরিয়েছেন, ৬ লক্ষ পশুপালন অভিজ্ঞ বেরিয়েছেন। তা ছাড়া ১০ লক্ষ ট্রাকটার চালক ও কম্বাইন অপারেটার এবং লক্ষ লক্ষ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ তৈরী হচ্ছেন। সোভিয়েৎ সরকার ও পার্টি লোক শিক্ষারপ্রসারের দিকে সর্বদা নজর রাখেন। অসাধারণ কৃতিত্বের পুরস্কার হিসাবে তিন হাজারেরও বেশী চাষীকে "Hero of Socialist Labour" উপাধি দেওয়া হয়েছে এবং আরো হাজার হাজার চাষীকে নানা উপাধি পদক ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েৎ কৃষি বিজ্ঞানের কল্যাণে সোভিয়েতের চাষীরা স্তেপি এবং অরণ্য অঞ্চলে প্রকৃতিকে নতুন করে সৃষ্টি করার কাজে লেগে গিয়েছে। ১৯৪৯ সালে ৫ লক্ষ হেক্টেয়ার অঞ্চলে অঞ্চলে অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে আরো নতুন নতুন অঞ্চলে অরণ্য মণ্ডল সৃষ্টি করা হবে।

সোভিয়েতের মত পৃথিবীর কোন দেশের দেশীয় বাজারে এত কৃষিজাত পণ্য সরবরাহ করা হয়না প্রাকবিপ্লব যুগের চেয়ে আজ ৩ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টেয়ার বেশী জমিতে আবাদ হচ্ছে। হেক্টেয়ার প্রতি ফসলও দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। রাজতন্ত্রী রুশিয়ায় (শ্রেষ্ঠ সাল) ১৯১৩ সালে বাজারে ছাড়া হয়েছিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এবং ৭৪০০০টন কাঁচা তুলা। ১৯৪৯ সালে সে দেশের বাজারে ছাড়া শস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং তুলা ২৭ লক্ষ টন। যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা সোভিয়েৎ কৃষি সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

যৌথ কৃষি সোভিয়েতের চাষীকে

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

২১শে জানুয়ারী 'লেনিন দিবসে' মুক্তি ও শান্তির লড়াই সুদৃঢ় করার অভিযান!

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সপ্তাহব্যাপী কর্ম্মতৎপরতা

"দুনিয়ার মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক কমরেড লেনিনের মৃত্যুদিবস বিভিন্ন দেশের শোষিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম তীব্র হইতে তীব্রতর করার অভিযান। এ বারের লেনিন দিবসে মুক্তিকামী মানুষের কমরেড লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার নিদর্শন হিসাবে দেখা দিক".....বিপ্লবী নেতা কমরেড লেনিনের প্রতি আনুগত্য,—বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি সমূহের যুদ্ধচক্রান্ত, সাধারণ মানুষের শান্তি, রুটি ও রুজি বিপর্য্যস্ত করার ঈঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র এবং ভারতীয় কংগ্রেসী সরকারের ঈঙ্গ মার্কিণ দালালীর হাত হইতে ভারতের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবিকা, অস্তিত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য এ' বারের লেনিন দিবসে শান্তিকামী মানুষ, পঙ্গু সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে, শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে' তোলার জন্য আওয়াজ তুলবে, 'চাটাই—চলবে না, 'মাহিনা কমানো চলবে না.' 'মূলবেতন একশ' টাকা চাই, 'তালাবন্দী, বে আইনি কর,' 'কংগ্রেসী জমিদারী উচ্ছেদ বিল—চাষীর মৃত্যুপরোয়ানা,' 'বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই,' 'জমিদারী প্রথা সত্ত্ব ও বাতিল করে' গরীব চাষীদের মধ্যে সমস্ত জমি ভাগ করে দিতে হবে,' 'কংগ্রেসী রাজ—জুলুম রাজ—হো বরবাদ—হো বরবাদ,' জয়প্রকাশী সোস্যালডিমোক্র্যাসির ধাপ্পা চলবে না,' 'উগ্রবিপ্লবীপণার বিভ্রান্তি রুখো,' 'বামপন্থী সমাজবাদীদের ঐক্য সুদৃঢ় কর,' 'প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার চাই' 'ভোটের জোরে সমাজবাদ ধাপ্পা দেওয়ার নূতন আওয়াজ,' 'ভারতবর্ষে জনতার রাষ্ট্র চাই,'...আর সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভারতের সাধারণ মেহনতী মানুষ শান্তির অগ্রদূত সোভিয়েট রাশিয়া, লাল চীন নয়াগণতান্ত্রিক দেশ গুলো ও সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের কবলিত দেশগুলোর মেহনতী মানুষের মৈত্রী সুদৃঢ় করার অভিযান দৃঢ় করার জন্য আওয়াজ তুলবে, যুদ্ধপ্ররোচকদের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন,' 'কংগ্রেস সরকারের ঈঙ্গ-মার্কিণ দালালী চলবেনা, 'প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে কোন স্থান নেই, সাধারণ মানুষের শান্তি চাই, 'শান্তির জন্য, যুদ্ধবিরোধী গণতান্ত্রিক শান্তিফ্রন্ট চাই, 'শান্তির জন্য রুটি রুজির ব্যবস্থা চাই,' 'শান্তির অভিযানে দলীয় সংকীর্ণতার স্থান নেই,' যুদ্ধ বিরোধী গণতান্ত্রিক শান্তি ও ফ্রন্ট গঠন করুন,' শান্তি ফ্রন্টের সক্রিয় সহযোগীতার যুদ্ধ বাদীদের যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করুন" এবারের লেনিন দিবসে সোসালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ সমাজ তান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের নিকট উপরি উক্ত অভিযানের আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবস উপলক্ষ্যে সোদপুর এস্ ইউ. সির উঃ ২৪ পরগণা জেলা অফিসে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য বিখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড দুর্গা মুখার্জির সভাপতিত্বে পার্টির সভ্য ও দরদীদের এক সভা হয়। এই সভায় শ্রমিক নেতা কমরেড রবি বসু, সনৎ দত্ত ও কালিপদ চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন। কমরেড রবি বসু তাঁর ভাষণে বলেন ধনতন্ত্রের এই চরম সংকট মুহূর্ত্তে ধনতন্ত্রবাদকে জিইয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদীরা আজ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে যে ভাবে পিষে মারছে তার ব্যতিক্রম নেই। বিশ্বপুঁজি ভারতীয় প্রতিনিধি ভারতের কংগ্রেসী সরকারের বেলাতেও"। তিনি বলেন, "তাকিয়ে দেখুন আজ কিভাবে কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে' নিয়ে' ফ্যাসিবাদী জুলুম চালাচ্ছে তাদের ওপর। কংগ্রেসী সরকার ধনিকের মুনাফা বাড়ানোর জন্য যে সব শ্রমবিরোধী আইন দিনের পর দিন প্রণয়ন করে চলেছে তাতে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লড়াই আজ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য মালিকের মুনাফা বাড়ানো আর মালিকের মুনাফা বাড়াতে গেলে শ্রমিক শোষণ ছাড়া কিছুতেই হতে পারে না। কংগ্রেসী সরকার করছেও তাই মুখে বড় বড় কথা বলে'। শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র কর্ত্তব্য হল, কমরেড লেনিন নির্দ্দেশ মত পথে বিপ্লবী আন্দোলন মারফৎ কংগ্রেসী রাজ ও তার সহায়ক সোস্যালিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালানো"।

কমরেড দুর্গা মুখার্জ্জি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, কমরেড লেনিনের আদর্শ—নিপীড়িত জনগণের মুক্তির আদর্শ। কমরেড লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বস্তাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কমরেড লেনিন নির্দ্দেশিত সাম্যবাদী আন্দোলন ছাড়া জনগণের মুক্তির অন্য কোনো পথ না জনগণকে আজ পরিস্কার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সাম্যবাদের নামে আজ যে অতি-বিপ্লবী হঠ কারিতা করিয়া চলিয়াছে, তার সাথে প্রকৃত সাম্যবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি পরিস্কার ভাষায় শ্রমিক শ্রেণীকে জানাইয়া দেন যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তার বর্ত্তমানে কর্ম্মপদ্ধতি মারফৎ শ্রমিক শ্রেণীকে বিশ্বাস ঘাতকতাই করিয়া চলিয়াছে। কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে আমরা সাবধান হইব সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞাও আজ এই লেনিন দিবসে

(শেষাংশ ৮এর পাতায় দেখুন)

মার্কিন কৃষক শ্রেণীর দৈন্যদশা

(৮ম পাতার পর)

১০০ জন করে তাদের রাত কাটাতে হয়। তাদের রোগে চিকিৎসা হয় না ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। তাদের ঘরবাড়ী নেই বলে ভোট দেবার অধিকার নেই।

আমেরিকায় আজ অর্থ-নৈতিক সংকট বিশেষ করে কৃষি সংকটের বহু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মার্কিণ কৃষিদপ্তর থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে শতকরা ৮ ভাগ কম আবাদী জমিতে ফসল বুনতে হবে। কংগ্রেসে এই মর্মে এক বিল পাশ হয়েছে যে ১৯৪৯-৫০ সালে উক্ত জমির পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ কমাতে হবে। বেকার বৃদ্ধি, কেনবার শক্তি কমার ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম আরো কমবে অর্থাৎ চাষীর দৈন্য দশা আরো বাড়বে।

মার্কিন একচেটিয়া ধনিকদের নীতি হোল একদিকে বেকারের দল বাড়িয়ে চাষীদের সর্ব্ব নাশ করা, আর একদিকে ছোট ছোট চাষীদের স্বার্থের ক্ষতি করে বড় বড় পুঁজিপতি কোম্পানী খোলা এবং পুষ্ট করা। এইভাবে দৈন্যদশাপীড়িত চাষীদের যে কোন কাজ যে কোন মজুরীতে নিতে বাধ্য করা। মার্কিন অধ্যাপক জেরোম ডেভিস তাঁর বই Capitalism and its Culture লিখতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মার্কিন চাষীর ঘাড়ে দারিদ্রের দুঃসহ বোঝা সব সময় থাকবে।

সেই জন্যই আমেরিকার কৃষক-শ্রেণীর মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা দিন দিন প্রভাব বিস্তার করছে এবং ক্রমশঃই তারা গণতন্ত্রী আন্দোলনকে সমর্থন করছে। —টাস

সোবিয়েতে কৃষির উন্নতি

চিরদিনের মত অভাব, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে দিন দিন তার জীবনযাত্রার উন্নতি করে চলেছে। চাষীরা ক্রমশঃ বেশী বেশী পণ্য কিনছে কারণ তাদের আয় বাড়ছে। বহু খামার ১০ লক্ষের ও বেশী রুবল আয় করে। বহু চাষী পরিবার বছরে ৮০ সেন্টনার পর্য্যন্ত শস্য এবং ২০।৩০ হাজার রুবল আয় করে।

যৌথ খামার কেন্দ্রিক গ্রামগুলিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ বয়ে গিয়েছে। আজ গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর লোকের অস্তিত্ব নেই। চাষীদের ছেলে মেয়েরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখে। ৭ সালা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু হয়েছে। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে আছে ৬১৬৩৬ গুলো লাইব্রেরী, ৯৫২৭৪ গুলো ক্লাব, ১৮৮০২ সিনেমা, ৭২২৭ হাসপাতাল ও মাতৃসদন, ১৪৩৭২, ঔষধালয় ২৬০০ চিকিৎসা কেন্দ্র। প্রত্যেকটি অবৈতনিক

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কাজ সোভিয়েত কৃষি সাফল্যের সঙ্গে করে যাচ্ছে। লারীদের ধ্বংস করা, ৯৮০০০ যৌথ ১৮৭৬ সরকারী খামার, ২৮৯০ মেশিন ক্টর কেন্দ্র আবার চালু হবার আগে শত শত নতুন খামার ইত্যাদি, হয়েছে। শুধু ১৯৪৯ সালেই সে শিল্প দিয়েছে দেড় লক্ষ ট্রাক্টর ২৯ কম্বাইন। মালেনকভ তাঁর এই চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। সোভি সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদ উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে বাড়িয়ে

ভারতকে যুদ্ধফাঁসে বাঁধার ষড়যন্ত্র পাকা, নিরপেক্ষতার ফাঁকা

কলম্বো সম্মেলনের কলঙ্কময়

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের বৈদেশিক মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক যে বৈঠক হয়ে গেল তা ১৯৫০ সালের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। বৈঠকের প্রথম দিন ১০ই জানুয়ারী কমনওয়েলথের পাণ্ডা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সম্মেলন সম্বন্ধে বলেছেন "প্রত্যেক সম্মেলনের সফলতা কতটা তা বিচার করতে হবে এই মাপ কাঠিতে যে, কতটা আন্তর্জাতিক গোলমাল রুখতে পারল আর কতটা শান্তির আবহাওয়া তৈরী করতে পারল সে।" তিনি আরও বলেছেন "আজকের এই অস্বস্তির দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন শান্তির এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরিক সখ্যতার।' কথাগুলো শুনলে মনে হয় ভদ্রলোক বুঝি শান্তির জন্যই লালায়িত। যে ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে প্রত্যেকটি বিষয়ে যুদ্ধ লিপ্সু ফ্যাসিবাদী ইঙ্গমার্কিনকে সমর্থন করে, ধ্বংস কার্য্যে আণবিক বোমার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করার এবং প্রতিটি দেশের অস্ত্রশস্ত্র এক তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার যে প্রস্তাব [illegible]াবিয়েৎ ইউনিয়ন আনে তার বিরো[illegible]তা করে সে সরকারের বাহ্যিক শান্তির [illegible]কেনি কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা বিচার [illegible]য়ে দেখা সবচেয়ে জরুরী। আর বিভিন্ন [illegible]শের মধ্যে সখ্যতার কথা না বলাই [illegible]ল। পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত [illegible]ল্লিতে যে এশিয়ান সম্মেলন হয়ে গেল [illegible]তে গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধি এল, [illegible]ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি এল, স্রষ্টার ছাপ [illegible] মার্কিন প্রতিনিধি এল. মিশরের [illegible]তিনিধি এল, অর্থাৎ এশিয়া ছাড়া, [illegible] আমেরিকা আফ্রিকা সব দেশের [illegible]জ্যবাদীদের নিমন্ত্রণ হল, হল না শুধু [illegible] এশিয়ার তিন চতুর্থাংশের বেশী [illegible]র জনতার। বাদ গেল লালচীন [illegible] সোভিয়েট এশিয়া। সখ্যতা [illegible] রাষ্ট্র চায়, তবে তা ইঙ্গ মার্কিন যুদ্ধ [illegible] সাথে এই যা কথা।

[illegible] কেন এই সম্মেলন? গত [illegible] পর ইউরোপের অনেকগুলো [illegible]টি রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের শোষণের [illegible] বেরিয়ে এসে জনসাধারণের [illegible]ড়েছে; ইতালী, গ্রীস, ফ্রান্স [illegible]র মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির [illegible]শালী হয়ে উঠছে; এশিয়ায় [illegible] দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় গণ অন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে; তার ওপর ঠিক এমনি অবস্থায় চীনের লাল ফৌজ সমগ্র মহাচীনের মুক্তি এনে দিল। চিয়াং এর সাথে সাথে এশিয়ায় বিশ্ব সাম্রাজ্য বাদ ঘাড় গুঁজে পড়ার মত হয়েছে এক দিকে, অন্যদিকে বর্মা, মালয় ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনামের শোষিত জনতা শোষণের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে লড়ায়ে নেমেছে। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে বলতে হবে। এই শেষ সময়ে আবার কি কৌশলে সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে তোলা যায় তার হদিস দেওয়াই হল কলম্বো সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের প্রস্তুতি—

একদিকে প্রগতিবাদী গণশক্তির উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি অন্যদিকে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পুঁজিবাদী দুনিয়া আজ অর্থনৈতিক সংকটে ধুকছে। এই সংকট থেকে বাঁচার পুঁজিবাদী উপায় একটিমাত্র আছে, তা হল যুদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই মার্কিন নেতৃত্বে আক্রমনাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। এই যুদ্ধের লক্ষ্য একদিকে যেমন হল ধনতান্ত্রিক সংকট কাটান, অন্যদিকে তেমনি সমাজ তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তি, গণশক্তিকে নির্ম্মূল করা। তাই এবারকার যুদ্ধ হবে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীর শক্তিগুলোর সাথে বিশ্ব প্রগতিবাদীর শক্তির। কাজেই আগামী যুদ্ধে যাতে এশিয়ার দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবিরে পাওয়া যায় ভালভাবে তার পাক ব্যবস্থা করা হোল কলম্বো সম্মেলনে। প্রগতিবাদী গণশক্তির নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বন্ধু নয়া গণতান্ত্রিক দেশ গুলোকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে; এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমনের ব্যবস্থা হল উত্তর আতলান্তিক প্যাক্টের মধ্যে দিয়ে, দক্ষিণ দিক থেকে আঘাত হানার জন্য ভূমধ্য সাগরীয় চুক্তি হব হব হচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসাবে পূর্ব দিক থেকে আক্রমনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে এশিয়ায়। অর্থাৎ সোভিয়েত এশিয়া ও সদ্যমুক্ত লাল চীনকে টুঁটি টিপে ধরতে হলে এশিয়ায় যুদ্ধ ঘাটী গড়তেই হয়। সেই ঘাঁটী গড়ার কাজ আরম্ভ হল কলম্বো থেকে। তাই ত সম্মেলনের পঞ্চম দিনের সারা অধিবেশনটা আলোচনা করেছে সাম্যবাদ কি করে ঠেকান যায়। উপায়ও গোপন বৈঠকে স্থিরকৃত হয়েছে।

মেহনতী মানুষকে গুলি দিয়ে মারার কৌশল

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকাতে হলে ঠেকাতে হবে প্রত্যেকটি দেশের গণ-আন্দোলনকে। আজ বর্মায় জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে মালয়ের আন্দোলন থেমে যায়নি; ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বাও দেইর বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, ভিয়েৎনামের গেরীলা বাহিনী নতুন করে আক্রমণ সুরু করেছে। গোটা ভিয়েৎনামের তিনচতুর্থাংশ ত তাদেরই হাতে; তিব্বতীরা ত' মাও সে-তুঙকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কাজেই এই অবস্থায় আজ আর শুধু যে যার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। দরকার হলে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। তাই কলোম্বো সম্মেলনে আলোচনার তালিকায় মধ্যে কমনওয়েলথের এবং দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার বিষয় ছিল। পণ্ডিত নেহেরু ত' ইতিমধ্যেই মালয়ে গুর্খা ফৌজ পাঠিয়ে 'আইবুড়ো' নামটা ঘুচিয়েছে। কলম্বো সম্মেলনে যখন এই রকম একটা ষড়যন্ত্রের গরম আলোচনা চলেছে, ঠিক সেই সময়ে ১৩ই জানুয়ারী খবরে প্রকাশ জাপানের পুলিশকে নতুন করে আগ্নেয় অস্ত্রে ঢেলে সাজানো হবে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় জাপানে সোভিয়েত ও লাল চীনের প্রতিবেশী। কাজেই, জাপানে শিবির গেড়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে ভালো যায়গা।

অর্থনৈতিক দাসত্ব

এই সম্মেলনে একদিকে যেমন পরস্পরকে গোলাগুলি দিয়ে সাহায্য করার আলোচনা করা হয়েছে তেমনি ঔপনিবেশিক দেশগুলো এ কথাও বুঝেছে যে শুধু গুলি দিয়ে গণ-আন্দোলন থামাতে পারবে না। তারা বুঝেছে সাম্যবাদকে কিছুদিনের জন্য ঠেকাতে হলে জনসাধারণের জীবনধারণের মান কিছুটা উন্নত করতেই হবে। আর তার জন্যে পুঁজিবাদীদের ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারস্থ হতেই হবে। কারণ আজকের দুনিয়ার একচেটে পুঁজির নেতা এরাই। কাজেই সাম্যবাদী শিবিরের বাইরের দুনিয়ার অর্থনীতির তারাই আজ মালিক। আর সাম্যবাদকে ঠেকাতে গিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তুলেছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ হাই-কমিশনার জেনারেল ম্যাকডোনাল্ডের মত ঝানু সাম্রাজ্যবাদী, অনুন্নত দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার জন্যে ম্যাকডোনাল্ড অনেকগুলি প্রস্তাব করেন এবং এই সব দেশে সস্তার জাপানী মাল চালাবার প্রস্তাবও তিনি করেন। মনে রাখা দরকার জাপানের এই সব শিল্প এখন মার্কিণের হস্তগত। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নতি করার কথা বলে এই ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে অর্থনৈতিক দাসত্বে বাঁধার চেষ্টাই চলেছে। ভারতবর্ষ বর্মা, পাকিস্তান, প্রভৃতি কমনওয়েলথের ও কমনওয়েলথের বাইরের দেশগুলো ইতিমধ্যেই আমেরিকার কাছ থেকে ডলার ধার চেয়েছে। আর তার বদলে তারা এই সব দেশে নির্বিবাদে ব্যবসার নামে শোষণ চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি চেয়েছে আর চেয়েছে তাদের policyকে পরোক্ষভাবে dictate করার অধিকার। পণ্ডিত নেহেরু ত তাঁর মার্কিণ সফরের সময় তাদের সে প্রতিশ্রুতি দিয়েই এসেছেন।

নিরপেক্ষতার মুখোস খুলে গেছে

এতদিন ভারতবর্ষ নিরপেক্ষতার নাম নিয়ে চলে এসেছিল। কিন্তু কলম্বোর কমনওয়েলথ সম্মেলন সরাসরি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। সারা এশিয়ার মুক্তিকামী মানুষের রুটির লড়াইকে থামিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে ইঙ্গমার্কিণের একচেটে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শেকলে ভালভাবে বাঁধল কমনওয়েলথকে। আর ভারতবর্ষ সেই কমনওয়েলথেরই সভ্য। সে আবার কমনওয়েলথের বাইরে বর্মাকে সাহায্য করার প্রস্তাব করেছে। সে তা করেছে বর্মার মেহনতী মানুষের জন্যে নয়। প্রস্তাব সে করেছে পাছে বর্মা বেহাত হয়ে যায়। আর থাকিন নু যদি যায় ত শুধু যে ভারতবর্ষের অবস্থা খারাপ হবে তা নয়, সারা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটানা কঠিন দল তৈরী করার জন্যে যে চেষ্টা চলেছে, আগামী যুদ্ধে দাঁড়াবার যে চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ

বুলিটিও বিসর্জ্জিত হল

অধ্যান্ন

করেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে এ অঞ্চলের জাতীয় বুর্জোয়াদের মৃত্যু পরোয়ানাও এসে যাবে। তাই বর্মাকে সাহায্য করার জন্যে পণ্ডীতজীর এত মাথাব্যথা। কাজেই কমনওয়েলথের সম্মেলনের এই সব প্রস্তাব সমর্থন করে নেহেরু-সরকারের নিরপেক্ষ নীতির মুখোস খুলে গেছে। আজ সরাসরি সাম্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে নেহেরু সরকার। আগামী যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণকে কার্যকরী সরাসরি সাহায্য করার ফাঁদে পা দিয়েছে।

মুক্তির পথ

কাজেই দেখা যাচ্ছে সম্মেলন সুরু হবার ঠিক আগে শান্তির নামে সম্মেলনের পক্ষে যত ওকালতীই করে থাকুন পণ্ডিতজী, সম্মেলনের পরে দেখা গেল, এই সম্মেলন যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির লড়াই নয়, এ যুদ্ধেরই প্রস্তুতি।

সুতরাং আজ যখন দুনিয়ার শোষক শ্রেণী একজোট হয়েছে, তখন সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে আজ জোট বাঁধতে হবে সত্যিকারের শান্তির লড়ায়ে নামবার জন্যে, তার নেতৃত্ব দেবে প্রতি দেশের সত্যিকারের শ্রমিক পার্টি, আর এদের শান্তির লড়ায়ে তাই থাকবে দেশের প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষ, প্রত্যেকটি শান্তিকামী দল। এখানে একমাত্র বিচার করতে হবে সে লোক শান্তি চায় কিনা। আর আজ শান্তির লড়াই মানেই সাম্যবাদের জন্যে লড়াই। আর তার জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথে প্রস্তুতি। একটা কিছু করতে হবে বলে করে ফেলায় রোমান্টিসিজমের রোমাঞ্চ থাকতে পারে কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথ নয়। আজ তাই প্রত্যেকটি শ্রমিকদলকে আত্ম সমালোচনা করে দেখতে হবে এই যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তির জন্যে কি সে করেছে। শুধু শান্তি সম্মেলন করে যুদ্ধ চাই না বলে প্রস্তাব নিলে চলবে না। সব চেয়ে বেশী নজর রাখবে সে শান্তি সম্মেলনে শান্তিকামী মানুষমাত্রকেই আমরা পেয়েছি কিনা, শান্তিকামী দলমাত্রকেই আমরা পেলাম কিনা। আর নজর রাখতে হবে, আমার আন্দোলনে জনতাকে পাচ্ছি কিনা, দল জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে না কিনা। শান্তির জন্য আন্দোলনের মারফৎ যুদ্ধবিরোধী শান্তিগুলিকে একত্রিত করে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামীগণমোর্চা গঠন করাই আজকের দিনের অন্যতম কাজ।

মালদহ সদর হাঁসপাতালের কর্মচারী ও নার্সদের উপর জুলুম

মালদহ সদর হাঁসপাতালের নার্স ভাইবোন এবং নিম্ন কর্মচারীদের উপর সিভিল সার্জেনের অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ফলে এই দুর্দিনের দিনে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। আর এই অত্যাচার চালাইবার অস্ত্র হইতেছে হেড ক্লার্কটি।

কোন কারণ না দেখাইয়া অযথা হায়রানী, মাহিনা কাটা, রেশন বন্ধ এবং হাউস এলায়েন্স' না দেওয়া প্রতিদিনকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর যাহারা রাত্রে 'ডিউটি' দেন তাঁহাদের জন্য, বিশেষ করিয়া নার্সদের রাত্রে থাকিবার কোন ব্যবস্থাই নাই একমাত্র রুগীর ঘর ছাড়া। শুনা যায় এমন কি হাঁসপাতালের আসবাব পত্র পর্য্যন্তও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কর্মকর্ত্তা নিজের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই; করিলে মিলিবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি, এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলীর হুকুম। মহিলাদের উপর জুলুম একটু বেশী—তাঁহাদের আবার ছুটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ববর্ত্তী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অশোক মিত্রের সময় বর্ত্তমান সিভিল সার্জেনের নামে 'পেট্রল সংক্রান্ত' একটি কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই কেলেঙ্কারী চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে তদন্তের ফলাফল কিছুই জানান হয় নাই বা কিছু করা হয় নাই।

হাঁসপাতালের অবস্থার জন্য মালদহ বাসীকে ভুগিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা সিভিল সার্জেন সাহেব বা তাঁহার মোসাহেব হেড ক্লার্কের এই জুলুমবাজী সহ্য করিতে নারাজ। কর্মচারী ও নার্সদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন এবং মালদহ বাসীর সেই আন্দোলনে সর্বরকমে সাহায্যই এই অন্যায় অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিতে পারে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কর্মীর উপর পুলিশী নির্য্যাতন ও গৃহ খানা তল্লাসী

গত ২৯শে জানুয়ারী রবিবার ভোর ৪টার সময় ডি, আই, বি ও স্থানীয় পুলিশের এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী জয়নগরের সোসালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড রামদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটি ঘিরিয়া রাখে। সকাল ৬টার সময় আই, বি, ইন্সপেক্টর ও থানার দারগার নেতৃত্বে খাসাতল্লাসী আরম্ভ হয়। এবং ১ ঘণ্টা ধরিয়া তল্লাসী চলে। গৃহের প্রত্যেকটি কৌটা ও হাঁড়ী সরার মধ্যেও বোমা রিভলবারের জন্য অনুসন্ধান চলে। গৃহের মধ্যে কিছুই না পাওয়ায় অতঃপর পুলিশ বাহিনী কোদাল লইয়া কমরেড মুখার্জির বাড়ীর উঠান, ছাইগাদা, ড্রেনের মধ্যে মাটি কোপাইয়া অস্ত্র শস্ত্রের অনুসন্ধান চলে। সর্ব স্থানেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পুলিশ দল প্রস্থান করে।

পানিহাটিতে শাসনতন্ত্র বিরোধী দিবস

গত ২৬শে জানুয়ারী ইউ, এস ও এর আহ্বানে পানিহাটীতে এক শাসণতন্ত্র বিরোধী দিবস প্রতিপালিত হয়। দ্বিপ্রহর দুই ঘটিকার সময় পানিহাটী মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গন হইতে কালপতাকা লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা সোদপুর পাণিহাটী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসে এবং বৈকাল ৪৷৷০ ঘটিকার সময় মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গনে সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা হয়। এই সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টির তরফ হইতে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের তরফ হইতে কমরেড দুর্গা মুখার্জ্জি, রবি বোস, সুনীল ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস সরকারের দাঙ্গায় সক্রিয় সমর্থন

শান্তি প্রচার করিতে গিয়া এস, ইউ, সি কর্মী গ্রেপ্তার

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী এস ইউ, সির ১৩জন কর্মী মানিকতলা থানার অন্তর্গত দাঙ্গা বিধ্বস্ত যায়গায় শান্তি প্রচার করিতে গিয়া কংগ্রেসী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার করে, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড দুর্গা মুখার্জ্জি বিখ্যাত ছাত্র নেতা কমরেড সুকমল দাস গুপ্ত গ্রেপ্তার বন্দীদের অন্যতম, ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে মুখে লোককে ধোকা দেবার জন্য শান্তির বড় বড় কথা বলিলেও বাস্তবে তারা ধনিক মালিক স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা জিয়াইয়া রাখিতে চায়। হিন্দু মুসলমান গরীব জনগণকে ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া যাইতে হবেতাহারা ফ্যাসিষ্ট কংগ্রেসী চক্রান্তে বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী ঐক্য বজায় রাখাই তাহাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

শ্রেণী সমন্বয় নয়, শ্রেণী সংগ্রামের পথেই শোষিত জনতার মুক্তি মিলবে

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

bourgeois state, *after* the establishment of the dictatorship of the proletariat, *does not disappear* but merely changes its forms and in many respects becomes *more fierce*" (Lenin, collected works Russian Edition Vol XXIV page 315)। কৃষক একদিকে যেমন মেহনতকারী অন্যদিকে সে তেমনি জমির মালিক! মেহনতকারী হিসাবে সে সর্ব্বহারার সমাজতন্ত্রী আদর্শের পক্ষে কিন্তু যখন সে নিজের অবস্থা বজায় রাখতে চায় মালিক হিসাবে তখন তার সংঘর্ষ বাধে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে। নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই দ্বন্দ্ব এখনও রয়ে গিয়েছে এবং ততদিন থাকবে যতদিন রাষ্ট্রের ও সাধারণ সম্পত্তির পাশাপাশি পুঁজিপতি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে। যেহেতু সেখানে ধনী কৃষকদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে একেবারে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি তাই সেখানে ধনী কৃষক সমাজতন্ত্রী হয়ে যাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ভ্রান্ত মতবাদের আওতায় একবার বাঁধা পড়লে সমাজতন্ত্রের পথে আর এগুনো সম্ভবপর হবে না। ঠিক এই ভুলই যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি করেছে। পুঁজিবাদী শক্তির কর্ম্মক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ করে এনে চাষী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী মৈত্রী দৃঢ়তর করার পথে চলতে থাকলে এবং ব্যাপকভাবে যৌথ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেই ধনী কৃষকের উচ্ছেদ সম্ভবপর। এরজন্য দীর্ঘ ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। অন্যান্য নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি সেই পথেই চলেছে।

সুতরাং শ্রেণীবিরোধ চাপা দিয়ে নয়, শ্রেণীবিরোধ বিলোপের পথেই আসবে জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তি সমস্ত কিছু অত্যাচার ও শোষণের হাত হতে। তা না করে যারা শোষক ও শোষিত শ্রেণীর ঐক্য ও সমন্বয়ের কথা বলে তারা হিটলার মুশোলিনীর ফ্যাসিষ্টদের কথার প্রতিধ্বনি করে তা সে 'গান্ধীবাদ' 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' বা আর যে কোন বাদের নামেই পরিচিত হক না কেন।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সপ্তাহব্যাপী কর্ম্মতৎপরতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

লইতে হইবে যে, আমরা ভারতবর্ষে নূতন ভাবে বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পথ ত্বরান্বিত করিব।

মালদহ জিলা

এস. ইউ, সির মালদহ জিলা শাখা গত ২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবস বিশেষ ভাবে উদ্‌যাপন করে। বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীর পত্র প্রচার, এস্, ইউ, সি, র মুখপত্র ও সাহিত্য বিক্রয় ও ছোট ছোট সভা মারফৎ এইদিন মহান নেতা কমরেড লেনিনের বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করা হয় ও শ্রমিক ও কৃষকদের এই বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া শোষিত জনগণের নিজের দল এস, ইউ, সির নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে আহ্বান জানানো হয়। এস্, ইউ, সির মালদহ জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড্ সুবোধ দাস মালদহ জিলার শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করিয়া এক বিবৃতি মারফৎ বলেন যে, কংগ্রেসী সরকার আগামী ২৬শে জানুয়ারী যে নয়া বিধান জনগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া যে ফ্যাসিষ্ট রাজ কায়েম করিতে যাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়িয়া তোলা জনগণের মুক্তির লড়াই এর অন্যতম কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, এই নয়া বিধান চালু হইলে শোষিত জনগণের মুক্তি আন্দোলন চরম ঘা খাইবে।"

বিহার প্রাদেশিক শাখা

গত ২১শে জানুয়ারী বিহার সিদ্ধি শাখার উদ্যোগে শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তির লড়াই এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড্ লেনিনের মৃত্যুদিবস পালন করা হয়। এই দিন বিভিন্ন মজুর এলাকায় গিয়া এস্, ইউ, সি, র কমরেডগণ লেনিনের বিপ্লবী আদর্শ কি তাহা ভাল ভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রমিকদের কাছে ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীর পোষা দালাল ও শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু আই এন্ টি, ইউ, সি, হিন্দ মজদুর সভার 'মুখে ভালো ভালো কথা ও কাজে শ্রমিক শ্রেণীকে বিশ্বাসঘাতকতার অপ-কৌশলের' কথাভালো ভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রমিক-শ্রেণীকে তাহাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করিবার জন্য কংগ্রেসী ফ্যাসিষ্ট ও ধনিক দালাল সোস্যালিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এস্, ইউ, সি, র নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া অবিরাম সংগ্রাম চালাইবার আহ্বান জানানো হয়।

ঘাটশীলা শাখা (ধলভূম)

ঘাটশীলা হইতে গণদাবী প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, গত ২১শে জানুয়ারী স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের উদ্যোগে শোষিত জনগণের মুক্তির পথ প্রদর্শক কমরেড লেনিনের মৃত্যুদিবস বিশেষ ভাবে উদযাপিত হয়। এইদিন বিভিন্ন মজুর ও কৃষক এলাকায় কমরেড লেনিনের প্রদর্শিত আদর্শের কথা বিশেষ ভাবে প্রচার করিয়া শোষণের বিরুদ্ধে মজুর শ্রেণীর একমাত্র দল এস, ইউ, সি,র পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করা হয়। এইদিন কমরেড লেনিনের বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করিয়া বিভিন্ন রাস্তায় প্রাচীর পত্র লাগানো হয়। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাহিয়া তাহা না পাইবার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের স্থানীয় শাখার পক্ষে এখানে কোন প্রকাশ্য সভা করা সম্ভব হয় নাই।

দাঙ্গার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুরা নিঃশেষ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে জনতাকে উত্তেজিত করে তুলছে সাম্প্রদায়িকতার বিষে। এই ব্যাপারে কংগ্রেস হিন্দুমহাসভা, আর এস, এস লীগ সবাই এক। দুই রাষ্ট্রের ও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়িটা আজ প্রায় যুদ্ধের মহড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই দু-রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধা অসম্ভবও কিছু নয়। কারণ ধনবাদী রাষ্ট্র যখন আর নিজের অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতার কোন কিনারা করতে পারে না তখন যুদ্ধ বাধিয়ে আপাত জনতাকে ধোঁকা দিয়ে রাখার চেষ্টা করে, আর নতুন বাজার দখল করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। পাকিস্তানের পাট বেচার বাজার চাই। কারণ পৃথা পাকিস্তানের ঐ একমাত্র কাঁচা মাল যা থেকে তার আয় সবচেয়ে বেশী। আর তার পাটের একচেটিয়া খদ্দের ভারতবর্ষ। কাজেই একজনের দরকার পাটের নতুন বাজার আর একজনের কাঁচা পাট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিজের অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য ধনবাদী রাষ্ট্র দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে, মেহনতী মানুষের মুক্তির লড়ায়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দিয়ে ফাটল ধরাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে দাঙ্গা আজ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা ধনবাদী রাষ্ট্রের অনিবার্য বিষময় ফল, ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র।

ভাই বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। দাঙ্গা আজ না হয় কাল থামবে, কিন্তু তার মূলচ্ছেদ হবে না, দুদিন পরে আবার ফুটে বেরুবে, কাজেই, তাকে মূলচ্ছেদ করতে হলে' একেবারে দূর করতে হলে ধনবাদী রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিঃশেষ করতে হবে তা সম্ভব শ্রমিক নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তার জন্যে হিন্দু মুসলমান চাষী মজুর ভাইদের মনে রাখতে হবে তার পরিচয় হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—তাদের একমাত্র পরিচয় তারা শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত; শোষিত শ্রেণীর।

এ ছাড়া এখুনি এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণের ঘাড়ে। আজকের প্রয়োজন দাঙ্গা আজই এখুনি থামাতে হবে, কিন্তু থামাতে হবে বললেই দাঙ্গা থামবে না। তার জন্যে দুই রাষ্ট্রের সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়কে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে. অর্জ্জন করতে হবে। আজ তাই ভারত ইউনিয়নের হিন্দুদের কর্ত্তব্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে, কলে কারখানায় গিয়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত গঠণ করতে হবে। তেমনি পাকিস্তানে মুসলমানদেরও এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ দাঙ্গা যারা বাধায় তারা ধনিক শ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা তাদের জাতের ধর্ম্ম গুণ্ডামি! ঘটনাচক্রে ভারতে তারা হিন্দু আর পাকিস্তানে মুসলমান। আজ এই বহু সরকারী অফিসারদের, এমন কি পুলিশ অফিসারদের মুখে দাঙ্গার পক্ষে রায় দিতে শোনা যায়। কাজেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাধারণ মেহনতী মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, দাঙ্গা বাধায় ধনিক শ্রেণী তার ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে, দাঙ্গা থামাতে হলে গণআন্দোলন গড়তেই হবে। উভয় ধনবাদী রাষ্ট্রই কিছু করবে না যতক্ষণ না আন্দোলন করে তাদের দাঙ্গা থামাতে বাধ্য করা হবে।

আর্টস স্কুলে অবিরাম ধর্ম্মঘট

গত ৩১শে জানুয়ারী আর্টস স্কুলের অধ্যক্ষ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও আর্টস্ স্কুল ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক শীতেশ দাশগুপ্ত, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর কলিকাতা জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত ও অন্যান্য ছাত্রের উপর বহিস্কারের আদেশ জারী করেন। বহিস্কারের কারণ হিসাবে জানা গিয়াছে যে কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কার্টজুকে বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধক ঠিক করিয়াছিল কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা তাহাতে একমত হইতে পারে নাই তাঁহাদের দাবী ছিল কোন শিল্পীকেই তাহারা উদ্বোধক করিবেন। এই দাবী লইয়া যাঁহারা আগাইয়া গিয়াছেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছেন তাঁহাদের উপরেই এই আদেশ আসিয়াছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, চার বৎসর পূর্বে বৃটীশ শাসন থাকাকালীন ঠিক একই ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছিল—ছাত্ররা গভর্ণর কর্তৃক প্রদর্শনীর উদ্বোধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন কিন্তু তখন তাহাদের উপর বহিস্কারের আদেশ আসে নাই। কিন্তু একদিকে স্বাধীনতার জয়গান সত্বেও কংগ্রেসী সরকার নির্বিবাদে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া লইতেছে। শুধু ইহাই নহে—এই ধর্ম্মঘট সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তরফ হইতে যে ধরণের প্রেসনোট বাহির হইয়াছে, তাহা আরও জঘন্য ও অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ছাত্ররা স্কুলে কোন প্রকার সভা বা কোন আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবে না। যে অধিকার ছাত্ররা গত ১৯৪৬ সালের আন্দোলনের মারফৎ পাইয়াছিল সেই অধিকার আজ ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকার কাড়িয়া লইতেছে।

এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা দৃঢ়ভাবে আগাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের দাবী "বহিস্কার আদেশের প্রত্যাহার চাই নতুবা অবিরাম ধর্ম্মঘট।"

এই আন্দোলনে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ধীরভাবে সংঘবদ্ধ শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আন্দোলনে যোগদান করিয়া,—ছাত্র ফেডারেশনের ছত্রেরা পরোক্ষভাবে তাহাদের অধুনা কর্ম্মপদ্ধতির গলদের জন্য এই আন্দোলনকে অনেকাংশে ব্যাহত করিয়াছেন। কোন স্থিরীকৃত, সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতির অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সাধারণ ছাত্রদের হইতে দূরে থাকিয়া তাহারা সব সময়েই মুষ্টিমেয় ছাত্রদের উপর ভিত্তি করিয়া একই আন্দোলনে পরস্পর বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন। একদিকে অনশন ধর্ম্মঘট, ডেপুটেশন ইত্যাদি আবার পরমুহূর্ত্তেই "অধ্যক্ষকে ঘেরাও করো"—"পুলিশ আসিলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চাই" "স্কুল বন্ধ হইবে তালা ভাঙ্গিয়া স্কুল দমন করো" ইত্যাদি শ্লোগান তুলেন। এই সব কার্য্যকলাপে সাধারণ ছাত্রদের আরো দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধ্যক্ষকে ও অন্যান্য প্রগতিশীল শিক্ষকদের ছাটাইয়ের ভার তাহাদের হাতে এমন ধারণা লইয়া পোষ্টার দেন—"নতুবা শিক্ষক চাই" এর চাইতে হাস্যকর আর কি হইতে পারে। আজ অনস্বীকার্য্য যে আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়া যাইবার জন্য এই সব ভ্রান্ত কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে হইবে। আশা করা যায় সাধারণ ছাত্রগণ তাহাদের এই আন্দোলনে সর্ব্বান্তকরণে যোগদান করিবেন, এবং তাহাদের দাবী না মেটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালাইবেন এবং তাহাদের দাবিকে জয়যুক্ত করিবেন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।